STUDY MATERIAL FOR BEGALI 4th SEMESTER (ADVANCED + GENERAL)

BNG-A-SEC-B-4-2-TH- মডিউল ২

BNG-G-SEC-B-4/6-2-TH-মডিউল ২

বানানবিধি

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি। ১৯৯৭।

হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ-র ব্যবহার।

তৎসম শব্দ ঃ

১। অনেক তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে মূল **সংস্কৃত বানানে ই এবং ঈ দুরকমই ব্যবহার হয়।**

এই ধরণের ানানগুলির ক্ষেত্রে **বাংলায় হ্রস্ব ই ুক্ত বানানটিই গ্রহণ করা হবে।**

যেমন;----- বলি ধরণি পঞ্জি রচনাবলি দীপাবলি পেশি অবনি মহি আবির তরণি চিৎকার ইত্যাদি।

২। যে তৎসম শব্দগুলিতে **সংস্কৃতে** কেবল **ঈ** ব্যবহার করা হয় সেগুলির বানানে **ঈ বহাল থাকবে।**

৩।সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইন প্রত্যয় দিয়ে সৃষ্ট শব্দ গুলি কত্কারকে একবচনে শেষে ঈ-কার হয়।

যেমন---একাকী গুণী জ্ঞানী ধনী মন্ত্রী শশী পক্ষী প্রাণী প্রতিযোগী ইত্যাদি।

আর এই শব্দগুলি যখন সমাসবদ্ধ হয় বা প্রত্যয়যুক্ত হয় তখন এই দীর্ঘ ঈ র বদলে হ্রস্ব ই হয়। আগে বাংলাতেও তাই হতো।

যেমন--- একাকিত্ব, গুণিজন, প্রতিযোগিতা----এই বানানগুলিকে ঠিক বলে মনে করা হতো। পরিবর্তিত নিয়মে ---

ক.). **সমাসবদ্ধ হলে** এই জাতীয় শব্দে **ঈ-কার** বজায় থাকবে।

অর্থাৎ গুণীজন শশীভুষণ প্রাণীবিদ্যা এই বানান চলবে।

খ..তবে **শেষে ত্ব বা তা যোগ হলে** এই জাতীয় শব্দের শেষের **দীর্ঘ ঈ কার হ্রস্ব ই কার** হয়ে যাবে।

যেমন—একাকিত্ব প্রতিযোগিতা মন্ত্রিত্ব ইত্যাদি।

মোটের উপর ব্যাপারটা এইরকম----- মন্ত্রী, মন্ত্রীগণ, মন্ত্রীগিরি (বিদেশী প্রত্যয় বলে) কিন্তু । ~~মন্ত্রীত্ব~~ লিখলে ভুল হবে ।

হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ-র □্য□হার (অতৎসম শব্দ)

১। বাংলা **তদ্ভব বা অর্ধতৎসম** শব্দের ক্ষেত্রে **কেবলমাত্র হ্রস্ব-ই** ব্যবহৃত হবে।

যেমন ঃ—প্রীতি >পিরিতি। মূল বানানে প্রী থাকলেও তদ্ভবরূপে পি শুদ্ধ প্রয়োগ'। এইরকম হাতি, পাখি রানি বাড়ি রাখি(রক্ষাসূত্র অর্থে) হিরে নিচু বাঁশি কুমির শাড়ি নিলা ইত্যাদি।

কাহিনি/কাহিনী চীনা/চিনা --- প্রচলনগত কারণে দু রকম বানানই চলবে..

২। স্ত্রী লিঙ্গ বোঝানোর জন্য সংস্কৃত নিয়ম অনুযায়ী শব্দের শেষে ঈ –কার ব্যবহার করা হয়। **তদ্ভব বা অর্ধতৎসম স্ত্রীলিঙ্গবাচক** শব্দের ক্ষেত্রে সর্বত্র **শেষে ই** ব্যবহার করা হবে।

যেমন ঃ--- মামি মাসি জেঠি কাকি সোহাগি কামারনি গয়লানি সাপিনি বাঘিনি ইত্যাদি।

৩। **জীবিকা , ভাষা , গোষ্ঠী, জাতি, সম্প্রদায়** ইত্যাদি বোঝানোর জন্য **ই-কারান্ত প্রত্যয়** ব্যবহার করলে শব্দের শেষে সর্বত্র ই-কার ব্যবহার করা হবে।

যেমন ঃ—ডাক্তারি পণ্ডিতি ওকালতি জমিদারি ফকিরি

আরবি ইংরাজি গুজরাতি কাশ্মীরি হিন্দি ভিয়েতনামি মারাঠি।

আকালি কংগ্রেসি

ইরানি ইরাকি বর্মি বাঙালি কাবুলি ওড়িশি ইত্যাদি।

৪। **বিদেশি শব্দে ই-প্রত্যয়** যুক্ত হলে তা ও **হ্রস্ব ই**-কার দিয়ে লিখতে হবে।

খানদানি কারবারি খুনি চালাকি জালিয়াতি টিটকারি মুলতুবি মৌসুমি ইত্যাদি।

৫। কিছু সাধারণ দেশি-বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রেও শেষে ই-কার ব্যবহার করা হবে।

□মন ঃ--- কাঁসারি কেরামতি ডুগডুগি ঠুংরি পড়শি মালি খবরদারি জালিয়াতি চালাকি ইত্যাদি।

৬। তবে সংস্কৃত **ঈয় প্রত্যয়□ক্ত** শব্দে অর্থবোধের সুবিধার জন্য **তদ্ভব বা বিদেশি শব্দের শেষে ঈয়** বজায় রাখতে হবে।

□মন ঃ— **দিশি কিন্তু দেশীয়। দেশিয় চলবে না।** এই রকম এশীয় ইউরোপীয় মিশরীয় কানাডিয় ব্রাজিলীয় ইত্যাদি।

হ্রস্ব ই-কার ও দীর্ঘ ঊ-কার

তৎসম শব্দ ঃ-

১। **তৎসম শব্দে ঊ** বজায় থাকবে।

□মন ঃ--- ধূলা পূজা পূর্ণ ধূর্ত পূর্ব ঊনত্রিশ মূর্খ রূপা ইত্যাদি।

২। **দীর্ঘ উ-কার যুক্ত তৎসম শব্দের** সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হলেও **দীর্ঘ ঊ-কার** বজায় থাকবে।

□মন ঃ--- পূজারি মূর্খামি রূপালী ইত্যাদি'

তদ্ভব, অর্ধতৎসম, বিদেশি ,দেশি ঃ-

সর্বত্র হ্রস্ব ই-কার ব্যবহার করা হবে।

যেমন ঃ- ধুলো পুজো পুরো পুব উনিশ রুপো ইত্যাদি।

অর্ধতৎসম ঃ—পুজুরি মুখ্‌খুমি রুপোলি।

ও কার

১। ও ধ্বনির উচ্চারণ বোঝানোর জন্য **শব্দের শেষে** ও যোগ করা যাবে।

যেমন ঃ--- কালো (রং) ভালো বড়ো ছোটো মতোএগারো বারো চোদ্দো ষোলো ইত্যাদি।

২। এত তত যত কত ইত্যাদি শব্দের শেষে ও-কার যোগ করার প্রয়োজন নেই। (অর্থাৎ-- ~~এতো ততো~~ চলবে না)

৩। **প্রশ্নবাচক সর্বনাম** অর্থে '**কোন** ' লিখতে হবে।

যেমনঃ—তুমি **কোন** বাড়িটায় থাকো? (এখানে কোন হলো which)

আবার **অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম (some, any) অর্থে কোনো** লিখতে হবে।

যেমনঃ—এখন তো **কোনো/কোনোও** বাড়ি খালি পাওয়া যাবে না।

কখনও/কখনো আরো/ আরও কারো/ কারও এইরকম।

৪। **Too অর্থে ও** লিখতে হবে ও-কার নয়।

□মন , **আজও** বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে। (~~আজো~~ চলবে না)। এটা এখন **তোমারও** নয় **আমারো** নয় এটা রামের।(তোমারো আমারো চলবে না।)

৫। অ □ক্ত শব্দের সঙ্গে উয়া প্রত্যয় □□াগ করে স্বরসঙ্গতি হয়ে ও হয়ে গেলে (উয়া> ও) ওই শব্দ গুলিতে দু'বারই ও হবে।

□□মনঃ- জল+উয়া= জলুয়া>জোলো ~~(জল্লো~~ হবে না) পট+ উয়া = পটুয়া >পোটো (~~পট্টো~~)

৬। লো প্রত্যয়ের সাহা□□্যে বিশেষণ সৃষ্টি করলে শব্দের শেষে ও-কার বজায় রাখতে হবে।

□□মন ঃ—ঘোরালো টিকোলো ধারালো জোরালো প্যাঁচালো ইত্যাদি। ~~(ঘোরাল্ল, টিকোল্ল ধারাল্ল জোরাল্ল)~~ (আবার গোয়াল চোয়াল বোয়াল এগুলোতে ল-ওকার হবে না। কারণ এখানে কোনো প্রত্যয় □□াগ হয় নি।

৫। ক্রিয়াপদের শেষ অতীত ও ভবিষ্যৎরূপে শেষে ও-কার হবে না।

□□মন ঃ---বলল করত ইত্যাদি। ~~(বল্লো করতো।~~ এগুলো হবে না।)

৬। সাধিত ধাতু (ধাতু বা ক্রিয়া পদের মূলরূপের সঙ্গে প্রত্যয় □□াগ করার পর □□ রূপ তা পাওয়া □ায়) থেকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য তৈরি করলে 'নো ' ব্যবহার করতে হবে।

□□মন ঃ—করানো খাওয়ানো বলানো দেখানো শোনানো ইত্যাদি। (এসব ক্ষেত্রে ~~করান বলান শোনান~~ চলবে না। অর্থাৎ " আগে তো আপনি জিনিসটা **দেখান,** । **দেখানোর** পর ঠিক **করব নেব** কিনা।" এইরকম হবে।

৭। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের স্বরসংগতি হলে অ-কার বা ঊর্ধ্ব কমার (') প্রয়োজন নেই।

যেমন , করিয়া > ~~ক'রে~~ >করে। এইরকম বলিয়া > বলে , হইয়া > হয়ে।

৮। মধ্যম পুরুষে ভবিষৎ অনুজ্ঞায় ইও-র বদলে য়ো-প্রত্যয় যোগ হবে।

যেমন , করিয়ো (~~করিও~~), খাইয়ো (~~খাইও~~), শুনিয়ো (~~শুনিও~~), দেখিয়ো (~~দেখিও~~), খেয়ো (~~খেও~~), যেয়ো (~~যেও~~) দিয়ো (~~দিও~~)।

ঐ-কার ও ঔ- কার।

তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে **ঐ**-কার **ঔ**-কার থাকবে। **তদ্ভব /দেশি / বিদেশি** শব্দে **অই** বা **অউ** প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেমন **কই** মাছ ভাজা খেতে **শৈল** গেছে ভুলে।

এইরকম □□কাল দৈ□ চৈতন্য সৈন্য দৈন্য ইত্যাদি। কিন্তু খই দই □ই হইচই পইতে ইত্যাদি।

ঔ-কার---সৌধ পৌত্র চৌম্বক কৌশল । কিন্তু □উ মউ ফউজ । ত□ পৌঁছানো চৌকো জৌলুস এগুলো থেকে গেল। (□□াধ হয় কেমন লাগ□ □লে !!!)

ব্যঞ্জনবর্ণ

বিসর্গ চিহ্নের ব্যবহার।

১। **সন্ধিতে** যেখানে পদমধ্যে বিসর্গ আছে সেখানে **পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে।**

যেমন--- অত+পরঃ > **অতঃপর।** অন্তঃ +করণ > **অন্তঃকরণ**। মনঃ+ পূত > **মনঃপূত** ইত্যাদি।

২। **বিসর্গসন্ধিযুক্ত শব্দের শেষে** বিসর্গ থাকবে না।

যেমন --- ইতঃ + ততঃ > ইতস্তত। অহঃ + অহঃ > **অহরহঃ**। মুহুঃ +মুহূঃ > **মুহূর্মুহূ** ইত্যাদি।

৩। কিছু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে **বিসর্গবিহীন বিকল্পরূপ** ব্যবহার করা হবে।

যেমন --- **দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, বয়স্থ, মনস্থ,।** (~~দুঃস্থ, নিঃস্তব্ধ, বঃয়স্থ মনঃস্থ, নিঃস্পৃহ~~ ইত্যাদি চলবে না) । তবে অর্থ অনুযায়ী **অন্তঃস্থ ও অন্তস্থ** দুটোই চলবে।
[অন্তস্থ= শেষের **এবং** অন্তঃস্থ = ভিতরকার **]**

৪। **বিসর্গসন্ধির** ফলে সৃষ্ট **ও-কারের** ব্যবহার থাকবে।

যেমন **ততোধিক, মনোযোগ , মনোরম , অকুতোভয়।** (~~ততোধিক, মনযোগ, মনরঞ্জন~~ ইত্যাদি চলে না।

৫। **ছন্দ শব্দের** সঙ্গে বিসর্গ সন্ধিজাত **ও- কার** দরকার নেই।

যেমন, --- **ছন্দবিজ্ঞান, ছন্দলিপি** ইত্যাদি। (~~ছন্দোবিজ্ঞান , ছন্দোলিপি~~ –ইত্যাদি চলবে না।

হসন্ত (্)শব্দ।

১। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উচ্চারন বোঝানোর জন্য শব্দের শেষে হস্ (্) চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

যেমন --- **আশিষ, দিক, ধিক, পরিষদ, বণিক, সম্রাট, ভিষক** এই বানানগুলি স্বীকৃত। ~~আশিষ্, দিক্, ধিক্, পরিষদ্, বণিক্, সম্রাট্।~~

২। তবে সংস্কৃত সন্ধি দ্বারা সৃষ্ট শব্দে পূর্বপদে সর্বত্রই হস্ (্) -থাকবে।

যেমন --- **দিগ্‌ভ্রান্ত, পৃথক্করণ,** ইত্যাদি। ~~দিগভ্রান্ত ,বাগধারা~~

৩। **ষড়যন্ত্র** বানান চলবে।

রেফের নিচে দ্বিত্ব ।

বাংলা বানানে রেফের নীচে একটিমাত্র ব্যঞ্জনই থাকবে।

যেমন--- **সর্ব, কর্ম, ভট্টাচার্য, পূর্ব, মূর্ছনা, কার্তিক, বার্ধক্য হার্দিক।** ~~সর্ব্ব, কর্ম্ম, ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্ব, মূর্চ্ছনা, বার্দ্ধক্য, কার্ত্তিক।~~

ঙ আর ং আর ঙ্গ

১। ম্ এর সন্ধি হলে ং □্য□হৃত হ□।

যেমন অলম্+ কার > **অলংকার** ; অহম্ + কার > **অহংকার** ; ভয়ম্ + কার > **ভয়ংকর** ইত্যাদি।

২। কিন্তু **ম্+ ব = ম্ব** হবে। আবার **ম্ + ব (w) =** ং হবে।

এইজন্য, **সম্বোধন, সম্বন্ধ,** ।

আবার **প্রিয়ংবদা, কিংবদন্তি, সংবাদ।** ~~প্রিয়ম্বদা, কিম্বদন্তি সম্বাদ।~~

৩। যেখানে ম – এর সঙ্গে সন্ধি হয়ে ং আসে নি সেখানে ং □্য□হার হ□ না।

যেমন , **কঙ্কাল, পঙ্ক, বঙ্কিম শঙ্কা শঙ্খ** ইত্যাদি। ~~কংকাল পংক, শংখ, বংকিম।~~

৪। কিছুকিছু বাংলা শব্দের বানানে ঙ/ ঙ্গ দুই-ই লেখা হয়।

□সব শব্দের উচ্চারণ ঙ্গ উচ্চারিত হয় সেখানে ঙ্গ লিখতে হবে।

□মন--- **জঙ্গল, লুঙ্গি, হাঙ্গামা, ভঙ্গি** ইত্যাদি।

যেখানে ঙ উচ্চারিত হয় সেখানে ঙ হ□।

যেমন--- **লাঙল, রাঙা, ডিঙি, নোঙর, ভাঙা, কাঙাল** ইত্যাদি।

শ-ষ- স

১। **অতৎসম শব্দে প্রচলন অনুযায়ী** শ-ষ-স তিনটিরই ব্যবহার হবে।

যেমন --- পিসি, মাসি মোষ, ষাঁড়।

২। **তৎসম** শব্দে যেখানে **ষ বা স-র বিকল্পে শ-র** ব্যবহার আছে সেখানে শ ব্যবহৃত হবে।

যেমন **কোশ** ~~(কোষ)~~ , **কিশলয়** (~~কিসলয়~~) **শরণি** (সরণি) **শায়ক** ~~(সায়ক~~)।

৩। **আরবি-ফারসি শব্দে উচ্চারণ অনুযায়ী স বা তালব্য শ** ব্যবহার হবে।

যেমন --- ইসলাম, তসবির, সুলতান, মুসলমান সিতারা ইত্যাদি। এছাড়া সাদা ফারসি ইত্যাদি শব্দের বাংলা উচ্চারণ শ-এর মত হলেও মূল উচ্চারণ অনুযায়ী স-ই লেখা হবে।

কখনোই স-এর বদলে ছ লেখা যাবে না। ~~(ইছলাম, ছালাম, ছোলেমান)~~

আবার, আপশোশ, আয়েশ, উশুল, পোশাক, বালিশ বাদশা হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

৪। **ইংরাজিতে উচ্চারণ অনুযায়ী স/শ** ব্যবহার করা হয়।

□মন, --- অ্যাশট্রে, নোটিশ, পালিশ, পুলিশ,মেশিন, শুটিং ইত্যাদি

আবার কেস, পাস, মেস জুস নার্স ইত্যাদি।

জ এবং য

(জ ও য এর □্য□হার প্রচলন অনুযায়ী □জায় থাক□। যতটা সম্ভ□ জ □জায় থাক□। **)**

১। অর্ধ তৎসম ও তৎসম শব্দে য ব্যবহার হবে সেখানে, যেখানে অর্থবোধের সহায়ক হবে।
যেমন --- যখ, যখন, যন্তন্না, যবে, যাওয়া, যিনি, যে ইত্যাদি।

২। প্রচলিত ক্ষেত্রে য-এর বদলে জ-ই হবে।

যেমন -- কাজ, জাঁতা, জো, জোগাড়, জোত, জোয়াল ইত্যাদি

৩। বিদেশি শব্দে যেখানে মূলে **z** উচ্চারণ হয় সেখানে □াংলায় জ লেখা হ□।

□মন--- নামাজ, অজু, হজরত, জেব্রা, ইত্যাদি।

ন এবং ণ

সংস্কৃত ণত্ব-বিধান কেবল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

১। অর্থাৎ তৎসম শব্দ ছাড়া অন্য কোথাও (তদ্ভব, অর্ধতৎসম , খাঁটি বাংলা, বিদেশি শব্দে ণ ব্যবহার করা যাবে না।

যেমন --- অঘ্রান, কোনাকুনি, ঘরানা, মানিক, খনি রানি, চুন পুরানো ইত্যাদি।

ইরানি, কর্নওয়ালিশ, কোরান, ট্রেন ইত্যাদি।

২। অতৎসম শব্দে মূর্ধণ্য বর্ণের সঙ্গে ন-ই যোগ হবে।

যেমন --- আন্ডা, ঠান্ডা, লন্ডভন্ড, লন্ডন, লন্ঠন,মুন্ডি ইত্যাদি।

ক্ষ এবং খ

তৎসম শব্দ বাদে অন্যত্র (তদ্ভব, অর্ধতৎসম বিদেশি শব্দে কেবল খ-ই ব্যবহৃত হবে।)

যেমন --- খুদ, খেত, খ্যাপা ইত্যাদি।